কলকাতা হাইকোর্টে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার)

আপিল বিভাগ

মাননীয় **বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী**

২০২৩ সালের সিআরআর ১৬১৬

উত্পল বেহরা ওরুফে মনোজ

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীর জন্য ঃ	শ্রী এস. এস রায়, আইনজীবী,
	শ্রী দিলীপ কুমার সামান্থা, আইনজীবী,
	শ্রী দেবপ্রিয় সামন্ত, উকিল
রাজ্যের জন্যঃ	শ্রী শাশ্বত গোপাল মুখার্জি, বিজ্ঞ পিপি,
	শ্রী রণবীর রায় চৌধুরী, আইনজীবী

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ১০.০৫.২০২৩।

রায় হয়েছেঃ ১৭.১১.২০২৩।

বিচারপতি, চৌধুরী ঃ--

১.১) তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি আইপিসির ধারা ৩০২/২০১ এর অধীনে ২০১৯ সালের ৮ই অক্টোবর জিয়াগঞ্জ থানা মামলা নং ২২৩ থেকে উদ্ভূত বেরহামপুরের বিগ দায়রা বিচারক দ্বারা ২০২৩ সালের ১৫ই মার্চ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞ বিচারক মামলার বিচারটি বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, ২য় আদালত, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ থেকে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, ৩য় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, বেরহামপুরের কাছে স্থানান্তর করেছিলেন এবং ১৮ ই মার্চ, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশ বিজ্ঞ দায়রা বিচারক, ৩য় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, বেরহামপুর দ্বারা পাস করা হয়েছে।

২) ২০১৯ সালের ৮ই অক্টোবর আইপিসির ধারা ৩০২/২০১-এর অধীনে ২০১৯ সালের জিয়াগঞ্জ থানা মামলা নং ২২৩ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বান্ধু কৃষ্ণ ঘোষের দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে শুরু করা হয়েছিল যে ৮ই অক্টোবর, ২০১৯-এ তার খুড়তুতো ভাই, তার ৮ মাসের গর্ভবতী স্ত্রী এবং তাদের ছেলেকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং জিয়াগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল দ্বারা মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আবেদনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং হেফাজতের দায়ে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল। তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট ও সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করা হয়। আইপিসির ধারা ৩০২/২০১-এর অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল। ৭৬ জন রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীর মধ্যে ৪২ জন রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১১ ধারার অধীনে ডাকা হয়েছিল এবং একটি আবেদন পূরণ করে বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর জানিয়েছিলেন যে আর কোনও রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হবে না যা প্রতিরক্ষা আইনজীবীর দ্বারা আপত্তি জানানো হয়েছিল। এই পর্যায়ে মামলাটি স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং ২০২৩ সালের ১৫ই মার্চ তারিখের বিতর্কিত আদেশটি বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, ৩য় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট দ্বারা পাস করা হয়েছিল।

৩) এই ধরনের স্থানান্তরের পর, বহরমপুরের নবনিযুক্ত হস্তান্তরকারী আদালত ২০২৩ সালের ২৫শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপক্ষের দায়ের করা আবেদনটি গ্রহণ করে, যাতে আর কোনও সাক্ষীকে পরীক্ষা না করার প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং প্রতিরক্ষা পক্ষ এই ধরনের আবেদনের বিষয়ে আপত্তি জানায়। ২০২৩ সালের ১৮ই মার্চের বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে বিদ্বান বিচারক রাষ্ট্রপক্ষের প্রমাণ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে ২০২৩ সালের ২৫শে জানুয়ারি উক্ত আবেদনটির নিষ্পত্তি করেন এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে আবেদনকারীর পরীক্ষার জন্য ২০২৩ সালের ৩রা এপ্রিল নির্ধারণ করেন।

৪) তাই এই সংশোধন।

৫) বিরোধী পক্ষের বিজ্ঞ উকিল বলেন যে, পুরো পরিবারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং ভুক্তভোগীর বৃদ্ধ বিধবা মায়ের বিষয়টি বিবেচনা করে নীচের বিদ্বান বিচারক মামলাটি বহরমপুরের ৩য় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের অতিরিক্ত দায়রা বিচারককে হস্তান্তর করেন। উভয় পক্ষের আইনজীবীরা তাঁদের স্বাক্ষর করেন এবং তারপর স্থানান্তরিত আদালতে বেশ কয়েকজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে বিচার চালিয়ে যান।

৬) আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ উকিল বলেন যে, পাবলিক প্রসিকিউটর এবং নীচের বিদ্বান আদালত কর্তৃক ২০২৩ সালের ১৫ই মার্চ একটি আদেশের মাধ্যমে দায়ের করা আবেদনের বিরোধিতা করে প্রতিরক্ষা আইনজীবী মামলাটি স্থানান্তর করেন।

৭) বিপরীত পক্ষের বিদ্বান উকিল বলেন যে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৮ ধারায় বলা হয়েছে যে দায়রা বিচারক নিজের উদ্যোগে কোনও মামলা স্থানান্তর করতে পারেন। মামলার বিচার শুরু হয়েছে কি না তা দেখার জন্য দায়রা বিচারকের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।

> "{৪০৮) মামলা ও আপিল স্থানান্তরের জন্য দায়রা বিচারকের ক্ষমতা।
>
> (১) যখনই কোনও দায়রা বিচারপতির কাছে উপস্থিত করা হয় যে এই উপ-ধারার অধীনে কোনও আদেশ ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে সমীচীন, তখন তিনি আদেশ দিতে পারেন যে কোনও নির্দিষ্ট মামলা তার দায়রা বিভাগের একটি ফৌজদারি আদালত থেকে অন্য ফৌজদারি আদালতে স্থানান্তরিত করা হবে।
>
> (২) দায়রা বিচারক নিম্ন আদালতের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অথবা আগ্রহী পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে অথবা নিজের উদ্যোগে কাজ করতে পারেন।
>
> (৩) ধারা ৪০৭-এর উপ-ধারা (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) এবং (৯)-এর বিধানগুলি উপ-ধারা (১)-এর অধীনে একটি আদেশের জন্য দায়রা বিচারকের কাছে আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেহেতু তারা ধারা ৪০৭ এর উপধারা (১) এর অধীন আদেশের জন্য হাইকোর্টে একটি আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদন করে,

সেই ধারার উপ-ধারা (৭) ব্যতীত এমনভাবে প্রযোজ্য হবে যেন "এক হাজার টাকা" শব্দের ক্ষেত্রে "দুইশত পঞ্চাশ টাকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হয়েছে।"

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪০৮-এর অধীনে দায়রা বিচারককে প্রদত্ত ক্ষমতা, অতিরিক্ত দায়রা বিচারক আদালতে বিচারাধীন কোনও মামলা বা আপিল অন্য কোনও অতিরিক্ত দায়রা বিচারককে হস্তান্তর করার ক্ষমতা, তা বিচার শুরু হোক বা শুনানি শুরু হোক, এটি একটি স্বাধীন বিচারিক ক্ষমতা যা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪০৯ (২) দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞার অধীন নয়। বিচার শুরু হওয়ার পরে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক থেকে অন্যের কাছে মামলা প্রত্যাহার করার দায়রা জজের প্রশাসনিক ক্ষমতার উপর। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী, ১৯৮৯ সিআরআই.এল.জে ৫৬৩-এ রিপোর্ট করা, পশ্চিমবঙ্গ বনাম গঙ্গাধর ডন এবং অন্যরা-তে আদালতে এই আদালতের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, দায়রা বিচারক ৪০৮ ধারার অধীনে অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালতে মামলা স্থানান্তর করছেন, যিনি ইতিমধ্যে এর বিচার শুরু করেছেন, একই মামলার পরবর্তী স্থানান্তর অবৈধ এবং দায়রা বিচারকের এক্তিয়ারের বাইরে।

৮) আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিলের দ্বারা বলা হয়েছিল যে, তাঁরা নীচের আদালতে আবেদন করেছিলেন যাতে আবেদনকারী ২০২৩ সালের ১৫ই মার্চের বিতর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে এই আদালতে যেতে সক্ষম হন, যা ২০২৩ সালের ১৮ই মার্চের আদেশের মাধ্যমে স্থানান্তরিত আদালত দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। নীচের বিজ্ঞ আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩১৩-এর অধীনে অভিযুক্তদের পরীক্ষার জন্য ২০২৩ সালের ৩রা এপ্রিল নির্ধারণ করেছে।

৯) বিরোধী পক্ষের বিজ্ঞ উকিলের দ্বারা বলা হয়েছিল যে ৩১৩ ধারার অধীনে পরীক্ষা শেষ হয়েছে এবং যুক্তির আংশিক শুনানি হয়েছে এবং এই পর্যায়ে ন্যায়বিচারের স্বার্থে মামলার বিচার স্থগিত করা উচিত নয়। তিনি আরও ৬ই এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের আদেশের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে বিদ্বান বিচার বিচারক রেকর্ড করেছেন যে অভিযুক্ত আদেশটি সম্মতির ভিত্তিতে পাস করা হয়েছিল এবং স্থানান্তরের তারিখে অভিযুক্তের পক্ষে বিজ্ঞ উকিল অভিযুক্তের উপস্থিতিতে এই ধরনের স্থানান্তরের জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন।

১০) বিপরীত পক্ষের বিজ্ঞ উকিল আরও বলেন যে আবেদনকারী এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদন দাখিল করে বিচার বিলম্বিত করার চেষ্টা করছেন এবং কার্যধারা স্থগিতের জন্য প্রার্থনা করছেন যেখানে এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে মামলার বিচার কেবল এই ভিত্তিতে স্থগিত করা যাবে না যে এই আদালতে একটি পুনর্বিবেচনামূলক আবেদন করা হয়েছে। উপরের আলোচনায় এশিয়ান রিসারফেসিং অফ রোড এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সিবিআই-এ সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় উল্লেখ করা হয়েছে যা এআইআর ২০১৮ এসসি ২০৩৯-তে রিপোর্ট করা হয়েছে।

১১) পৃথিবীর যে কোনও বিচার ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ন্যায়বিচার প্রদান এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা। আদালতগুলি ন্যায়বিচারের অত্যন্ত সম্মানিত প্রতিষ্ঠান, যেখানে জনগণের ন্যায়বিচারের উচ্চ প্রত্যাশা রয়েছে যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ দ্বারা চাওয়া হয়। তাই ন্যায়বিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও বিবেক যন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আদালতের উচ্চ নৈতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

১২) নীচের আদালত আবেদনকারীর আবেদনটি যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে যেখানে আবেদনকারী এই ধরনের স্থানান্তরের জন্য সম্মতি দিয়েছেন এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩১৩ ধারার অধীনে পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। সুতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি এই মামলায় কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না।

১৩) তদনুসারে, আবেদনটি খারিজ করা হয়।

(বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly